Sukriti Lahori
Sinha

॥ কথাকৃতি ॥

নাট্যপত্র ২০২২
৩৪তম বর্ষ, ৩৪তম সংখ্যা
একটি দ্বিভাষিক ইউজিসি কেয়ার লিস্ট পত্রিকা
সাহিত্য শিল্পকলা বিষয়ক

Kathakriti Natyapatra
A Ugc Care list Bi-Lingual Research Journal
on
Arts & Humanities Visual Arts & Performing Arts

Editor in Chief
Sanjib Ray
Managing Editor
Mou Chakraborty
@Kathakriti Natyapatra

প্রধান সম্পাদক
সঞ্জীব রায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক
মৌ চক্রবর্তী
@কথাকৃতি নাট্যপত্র

ঠিকানা
টিজি ২/১০, তেঘরিয়া, কলকাতা ৭০০১৫৭

আর্থিক সহযোগিতা সংগীত নাটক আকাদেমি, দিল্লী

12:43 am

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ৭

তাঁদের কথা • সাক্ষাৎ থেকে সাক্ষাৎকার

- শম্মীক যখন মাস্টারমশাই
  কল্যাণী ঘোষ ৯
- অলকনন্দা
  সুকৃতি লহরী ১৩

প্রচ্ছদ বিষয় • অনুবাদ নাটক

- জনতার চোখ
  অনুবাদ কাবেরী বসু ১৯
- বলি
  অনুবাদ সত্য ভাদুড়ি ৫২
- আমিও সুপারম্যান
  রূপান্তর জয়তী বসু ৮৩

কলমে কলামে • বিষয় অনুবাদ

- অন্তরের বেদ তাও অন্তরায়
  গৌতম চ্যাটার্জি ১০৬
- ভাষান্তর ওড়িয়া দীর্ঘ কবিতা ভারতবর্ষ
  তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯
- বাংলায় অনুবাদ নাটক : দু একটি ছোট কথা
  সৌমিত্র বসু ১১২
- বাংলা ভাষায় অনুবাদ চর্চা
  নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১১৬
- কবি সত্তা অনুবাদকরূপে আত্মপ্রকাশ
  দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ ১১৮
- অনুবাদ অবদানে অগ্রপথিক যাঁরা
  মৌ চক্রবর্তী ১২৩

স্মরণ কথায়

অলকনন্দা

সুকৃতি লহরী

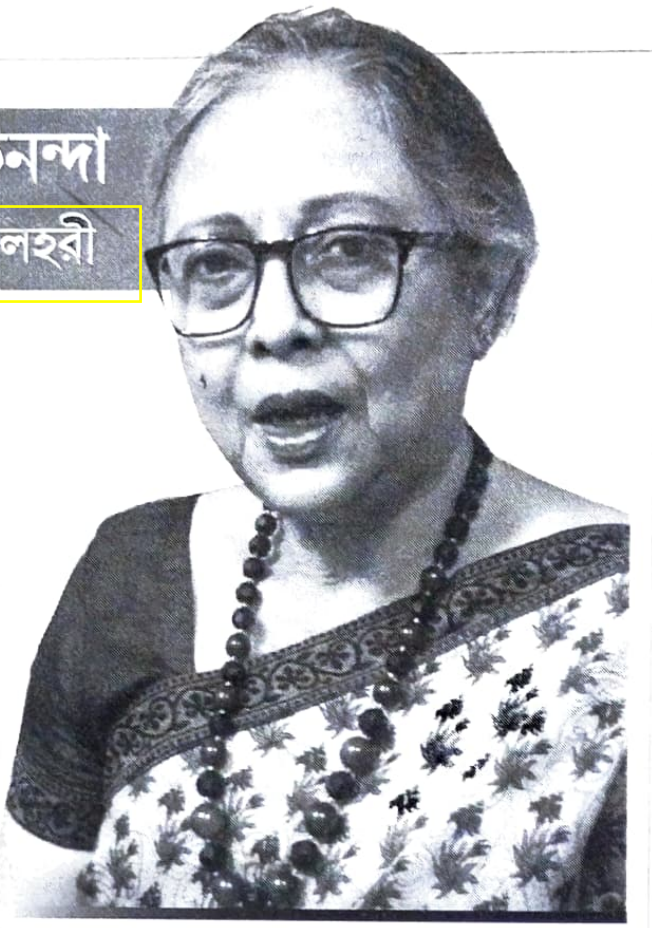

শুরু থেকে শুরু করি অলকানন্দাদি...

(প্রচন্ড রেগে গিয়ে) আমি অলকানন্দা নই, অলকনন্দা। অনেকেই এই ভুলটা করেন। বেশ বলো (সামলে নিয়ে) হ্যাঁ, শুরুর কথা। খুব ছোটবেলাটা আমার স্মৃতির বাইরে। আমি জন্মেছিলাম পার্কসার্কাসের বাড়িতে। তারপর আমরা চলে আসি ল্যান্সডাউন রোডের ১৮ নম্বর বাড়িতে। ১৯৪৬-৪৭-এ যখন কম্যুনাল রায়ট হয়েছিল সেই সময় বাবা তাঁর এক মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে বাসস্থান এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছিলেন। পার্কসার্কাসে গোল চক্করে যেখানে পার্কস্ট্রিট শুরু হয়েছে সেখানে ঢুকেই একটা তিনতলা বাড়ি, ওখানে দুটো ফ্লোরে আমার বাবা আর মেজোজ্যাঠামশাই ভাড়া থাকতেন। তো তারপরে যখন এইসব গোলমাল আরম্ভ হল, তখন বাবার একজন মুসলিম ফ্রেন্ড ছিলেন, যা শুনেছি মা'র কাছে। একদিন গভীর রাত্রে একটা সুটকেস নিয়ে দুটো পরিবার বাসস্থান বদলাবদলি করে নিল। তারপর পরিস্থিতি একটু থিতিয়ে এল, তখন অন্যান্য জিনিসপত্র, বাসনপত্র, জামাকাপড় আনতে পেরেছিল। সে আমার স্মৃতিতে নেই। '৪৭-র আগেই শুনেছি। আমার স্মৃতি শুরু হয়েছে ল্যান্সডাউন রোড মানে এখন শরৎ বোস রোডের বাড়িতে।

— এই বাড়িতে তো অনেক স্মৃতি! বড় হয়ে ওঠা। কলেজে পড়া, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র ডাক।

অলকনন্দা — হ্যাঁ, অনেক স্মৃতি। তখন ল্যান্সডাউন অন্যরকম! সেই বিউটিফুল চওড়া রাস্তা দু'ধারে বড় বড় গাছ। ভোরবেলায় লোক এসে পাইপে করে জল দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করত। আমার পড়ার টেবিলটা যেখানে ছিল সেখান থেকে রাস্তা দেখা যেত। আমাদের বাড়ির সামনেই ফুটপাথেই একটা বিরাট বকুল গাছ ছিল। বছরের একটা সময় গন্ধে একেবারে পাগল হয়ে যেতাম। একটা শিউলি গাছ ছিল। আমরা দুইবোনে কেউ মাড়িয়ে দেবে তার আগেই ভোর রাত থেকে শিশিরভেজা শিউলিগুলো কোঁচড়ে করে তুলে আনতাম। তখন ছোট মেয়েদের ওপর এত অত্যাচারের কথা শোনা যেত না বলেই বাবা-মায়েরাও কিছু বলতেন না। আর সন্ধেবেলা সারাদিনের কাজ শেষ হয়ে গেলে, আমাদের পড়াশোনা শেষ হলে মা অর্গান বাজিয়ে গান করতেন। আমরা গান গাইতাম মা'র সঙ্গে। ব্রাহ্ম পরিবারে গানটা খুব বেশি হয়। আমার বাবা-মা দু'জনেই খুব সুন্দর গান গাইতেন। বাবা প্রসাদ রায় তো আবার শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকও ছিলেন একটা সময়। তারপর বিলাত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আসেন। বাবা-জ্যাঠারা সব বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। বড় জ্যাঠামশাই প্রমোদ নাথ রায় আর বাবাদের মামাতো ভাই